পলিসি ব্রিফ
#১৪৭/২০২৪
নভেম্বর ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতিসংঘ কপ ২৯ জলবায়ু সম্মেলন
বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের জন্য টিআইবি'র পলিসি ব্রিফ

আজারবাইজানের বাকুতে আসন্ন ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিতব্য কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে দ্রুত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ২০২৫ সাল পরবর্তী জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাক-শিল্পায়ন সময় থেকে তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির বেশি বৃদ্ধি রোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও রূপান্তর এবং প্যারিস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর হালনাগাদ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি) প্রস্তুত এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তা জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে (ইউএনএফসিসিসি) জমা প্রদানের বিষয়েও সম্মেলনে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হবে। পাশাপাশি, জ্বালানি রূপান্তর, ক্ষয়-ক্ষতি তহবিলে অর্থায়ন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভূমি ও নগর ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ আলোচিত হবে।[১] তাই বাকু সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন এবং সম্মেলনের এজেন্ডাভুক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে–

১. জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ-প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচারের ঘাটতি: ২০১৫ সালে জলবায়ু সম্মেলনে ২০২৫ সালের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়নের নতুন সম্মিলিত ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য (নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফায়াবল গোল-এনসিকিউজি) নির্ধারণে এনসিকিউজি-বিষয়ক একটি কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কমিটি ২০২৪ সালে তাদের কার্যক্রম সমাপ্ত করবে।[২] কিন্তু এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যার মধ্যে অন্যতম হলো–

- **জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা সংগ্রহে রোডম্যাপের অনুপস্থিতি:** ২০২৫ পরবর্তী নতুন অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অভিযোজন, প্রশমন, ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলাসহ ২০২৫ পরবর্তী বৈশ্বিক জ্বালানি রূপান্তরে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি, অর্থ সরবরাহ-পদ্ধতি এবং সময়াবদ্ধভাবে তা প্রদান নিশ্চিতে রোডম্যাপ বা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি।[৩]
- **ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদাভিত্তিক অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণে ঘাটতি:** ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদান একটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছিলো, যা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে করা হয়নি। অন্যদিকে, এনসিকিউজি-বিষয়ক কমিটি ২০২৫ সাল পরবর্তী জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদা বিবেচনা এবং তা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে নিরূপণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

২. প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল সরবরাহে ঘাটতি: প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদান বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু অর্থায়ন প্রাপ্তি ক্রমেই কঠিন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। সার্বিকভাবে, জলবায়ু তহবিল প্রদানে যে ঘাটতিসমূহ বিদ্যমান তার মধ্যে অন্যতম হলো–

- **প্রতিশ্রুত তহবিল প্রদানে ঘাটতি:** ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থ প্রদান করলেও[৪] এর হিসাব-ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি বিদ্যমান।[৫] ২০১৬ সাল থেকে উন্নত দেশগুলো গড়ে প্রতিবছর ৮২ বিলিয়ন ডলার প্রদান করে। কিন্তু পূর্ববর্তী বছরের ঘাটতি পূরণসহ প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার স্বচ্ছ ও সময়াবদ্ধভাবে প্রদানে কোনো অগ্রগতি নেই।
- **প্রদত্ত অর্থের দ্বৈত গণনা:** জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা এবং তহবিল প্রবাহ গণনার সর্বসম্মত ও স্বীকৃত পদ্ধতি না থাকায় উন্নয়ন সহায়তাকে জলবায়ু তহবিল হিসেবে দেখানোর সুযোগ রয়েছে। উন্নত দেশগুলো কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই উন্নয়ন সহায়তার সাথে জলবায়ু অর্থায়নকে মিলিয়ে প্রদান করছে এবং প্রদত্ত অর্থ দুইবার গণনা ও রিপোর্ট করছে। ২০২০ সালে দেশগুলো মোট ৮৩.৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে বললেও বাস্তবে এর মাত্র ২০ বিলিয়ন সরাসরি জলবায়ু তহবিল সম্পর্কিত।[৬]
- **জলবায়ু খাতে ঋণের প্রসার:** প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা না থাকায় "নতুন" এবং "অতিরিক্ত" সহায়তাকে উন্নত দেশগুলো শর্তযুক্ত ঋণ আকারে প্রদান করছে[৭] যা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জনগণের ওপর নতুন ঋণের বোঝা তৈরি করছে।[৮] উল্লেখ্য, ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রদত্ত মোট অর্থ যা জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার ৭০ শতাংশই ঋণ।[৯] অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত জিসিএফ থেকে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৪০.৬ শতাংশই (৫.৪৯ বিলিয়ন ডলার) ঋণ।[১০]

---

[১] ইউনাইটেড নেশনস্ ইউনিভার্সিটি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://unu.edu/ehs/news/5-highlights-expect-cop29-baku
[২] ইউএনএফসিসি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/documents/641326
[৩] আইআইইডি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.iied.org/new-climate-finance-goal-making-what-must-happen-2023
[৪] ওইসিডি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd.org/en/publications/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2013-2022_19150727-en.html
[৫] সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.cgdev.org/blog/100-billion-climate-finance-provided-fact-or-fiction
[৬] ওইসিডি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2016-2020_286dae5d-en;jsessionid=01LQCDqGUoxETaFQ08B_prUha4fYaqHxrW1p4aK2.ip-10-240-5-152
[৭] ডেইলি স্টার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m41Jpt; †WBwj ÷vi, 28 RyjvB, 2021, we¨ivwiZ †¨Lyb: https://bit.ly/3AZbvgN
[৮] জাতিসংঘ ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://unctad.org/news/climate-finance-goal-works-developing-countries
[৯] ডেব্ট জাস্টিস ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.cadtm.org/Demanding-Debt-Economic-and-Climate-Justice
[১০] টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981

- **জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তিতে কঠিন শর্ত এবং আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য:** জিসিএফসহ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তিতে সহঅর্থায়ন যোগানের শর্তসহ কঠিন মানদণ্ড নির্ধারণ করায় তহবিল সংগ্রহ করা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানসমূহ জলবায়ু তহবিলে নিবন্ধন নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে ঋণের প্রসার করছে। জিসিএফ তহবিল প্রাপ্ত ১২৯ দেশের মধ্যে ৯৭.৭ শতাংশ দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।[১১]

৩. **জলবায়ু তহবিলের অপর্যাপ্ততা:** উন্নয়নশীল দেশগুলোর এনডিসি বাস্তবায়নে ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৬ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।[১২] ২০২৪ সাল থেকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করা হলেও তা কার্যত চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।[১৩] জলবায়ু অর্থায়নের অন্যতম উৎস জিসিএফ ২০১৫ সাল থেকে মাত্র ১৩.৫ বিলিয়ন প্রদান করেছে যা বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতির বিপরীতে মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ।[১৪] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ২০২০-২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ২০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। কিন্তু দেশটি ২০১০-২০২৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ৭১০ মিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক উৎস থেকে পেয়েছে।[১৫] বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডেও (বিসিসিটিএফ) বরাদ্দ কমেছে। এ ছাড়া, তহবিলটিতে বিগত বছরগুলোতে বরাদ্দকৃত অর্থের বৃহৎ অংশ (৮৭৩ কোটি টাকা) পদ্মা ব্যাংকের মতো একটি অদক্ষ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, যা ২০৩৮ সালের আগে ফেরত পাওয়ার সম্ভবনা নেই।[১৬]

৪. **ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজনে কম অগ্রাধিকার:** ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজন অগ্রাধিকার হলেও এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। সকল উৎস মিলিয়ে ২০২১-২০২২ সালে বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থের সরবরাহ ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশ প্রশমন-সংক্রান্ত। অভিযোজনে মাত্র ৬৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করলেও এর ৯৮ শতাংশই দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত।[১৭] অভিযোজনের উল্লেখযোগ্য খাত কৃষি, বন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।[১৮] ২০১০-২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশসহ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশ পেয়েছে মাত্র ২৩ বিলিয়ন ডলার, যা এই সময়ে সরবরাহকৃত মোট জলবায়ু অর্থের ২ শতাংশের কম।[১৯] জিসিএফে অভিযোজন এবং প্রশমনে বরাদ্দ ৫০ঃ৫০ অনুপাত বজায় রাখার কথা থাকলেও ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই অনুপাত ৪৪ঃ৫৬।[২০]

৫. **প্রকল্প সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নে ঘাটতি:** জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড় ও কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়নের নীতিমালা প্রতিপালন করা হয় না। অর্থ ছাড়েও রয়েছে দীর্ঘসূত্রতা। জিসিএফ প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থছাড় পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৮০ দিন সময় নির্ধারিত হলেও অর্থছাড় পাওয়া প্রকল্পে গড়ে ৫৬২ দিন ব্যয় হয় (সর্বনিম্ন ৩৬ দিন, সর্বোচ্চ ২৩২৪ দিন)। ৯২.২ শতাংশ প্রকল্পে নির্ধারিত সময়ে অর্থছাড় হয়নি। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের জন্য অনুমোদিত একটি জিসিএফ প্রকল্পে ১২ শতাংশ অর্থ ছাড় হয়েছে। অর্থ ছাড় ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা ও ধীর গতির ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।

৬. **ক্ষয়-ক্ষতি তহবিলে অনুদান-ভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি:** ২০২৩ সালের জলবায়ু সম্মেলনে ক্ষয়-ক্ষতি তহবিল গঠন হলেও ২৩টি দেশ সমষ্টিগতভাবে মাত্র ৭০২ মিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য (মাত্র ০.২ শতাংশ)।[২১] তহবিলটিতে সবচেয়ে বেশি দূষণকারী ১০টি উন্নত দেশের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত ১০০ মিলিয়ন, জার্মানি ১০০ মিলিয়ন, যুক্তরাজ্য ৫০.৭ মিলিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ১৭.৫ মিলিয়ন এবং জাপান ১০ মিলিয়ন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু, চীন, রাশিয়া, ভারতসহ অন্যতম দূষণকারী কয়েকটি দেশ অর্থ প্রদানের কোনো প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনি।[২২]

৭. **এনডিসি বাস্তবায়নে ঘাটতি:** প্যারিস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে ইউএনএফসিসিসিতে হালনাগাদ এনডিসি ২০২৫ সালের মধ্যে জমা দিতে হবে। কিন্তু ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নত দেশের অর্থনীতির সাথে জড়িত সকল খাতকে এনডিসির অন্তর্ভুক্ত করে কার্বন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। এ ছাড়া, এনডিসির সকল খাতকে অর্থায়নেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে, কৃষি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[২৩] জলবায়ু সহনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়ন নেই।[২৪] বাংলাদেশ মিথেন গ্যাস হ্রাসে আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে (২০২০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে) বর্জ্য খাত থেকে ৩০ শতাংশ মিথেন গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের পরিকল্পনা করলেও, তা বাস্তবায়নে রোডম্যাপ নেই।

৮. **জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় ঘাটতি:** প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও পুনরুদ্ধার, জীবন-জীবিকা রক্ষা, ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো এবং টেকসই নগর ব্যবস্থাপনা বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন মোকবেলায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও এসকল কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি বিদ্যমান। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়ন না থাকাসহ সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। বিশেষকরে–

---

[১১] টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981
[১২] জাতিসংঘ ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://unctad.org/news/climate-finance-goal-works-developing-countries
[১৩] সালিমুল হক, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/opinion/politics-climate-change/news/100-billion-tackle-climate-change-trillion-too-short-3021476
[১৪] টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981
[১৫] ঢাকা ট্রিবিউন, ২ জানুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত: https://www.dhakatribune.com/climate-change/2021/01/02/climate-finance-in-bangladesh-a-critical-review
[১৬] দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.youtube.com/watch?v=dXcsEnZu4BU
[১৭] ক্লাইমেট পলিসি ইনিশিয়েটিভ ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2023/
[১৮] ওইসিডি, ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/development-finance-for-climate-and-environment-related-fragility_b2294ce0/0db04331-en.pdf
[১৯] গ্লোবাল ল্যান্ডস্কেপ ফর ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf
[২০] টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981
[২১] ইউএনএফসিসি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/loss-and-damage-fund-joint-interim-secretariat
[২২] ইউএনএফসিসি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/funds-and-financial-entities/pledges-to-the-fund-for-responding-to-loss-and-damage
[২৩] ইউএনএফসিসি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022
[২৪] স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ইনিস্টিটিউট, বিস্তারিত দেখুন: https://siwi.org/wp-content/uploads/2024/06/water-in-the-ndcs-increasing-ambition-for-the-future_v2.pdf

- **পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন:** পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকায় কয়লা, তেল এবং এলএনজিভিত্তিক জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নত দেশগুলো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।[২৫] ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ও ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প কারখানা স্থাপন চলমান রয়েছে।
- **জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে নগর ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি:** বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে নগরায়নের জন্য বন ধ্বংস এবং জলাভূমি ও নদী দখল অব্যাহত রয়েছে। ফলে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি নগরে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি, পানি ও বর্জ্য অব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু তাড়িত বিবিধ রোগ ও মহামারির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধিসহ নগরগুলো বসবাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নগরের ভূমি, পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়-সংক্রান্ত কার্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

৯. **জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব:** ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আয়োজক দেশ এবং সম্মেলন সংশ্লিষ্টদের সাথে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতের বিনিয়োগকারীদের সভা আয়োজন এবং সম্মেলনের সভাপতি এবং আয়োজক দেশ এই প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকায় সম্মেলন আয়োজনে জড়িতদের আচরণ বিধি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ ছাড়া, সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও আধিপত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা, ইউএনএফসিসিসি প্রতিবেদনে পছন্দসই পরিবর্তনে চাপ প্রয়োগসহ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রসারে অর্থ প্রদানের বিষয়ে প্রশ্ন তুলছে।

১০. **নবায়নযোগ্য জ্বালানির নামে "গ্রীন ওয়াশে"র প্রচেষ্টা:** এ বছর জলবায়ু সম্মেলনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও বহুজাতিক জ্বালানি কোম্পানিগুলো সম্মেলনে দীর্ঘস্থায়ীভবে এলএনজিভিত্তিক জ্বালানি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করছে। লবিস্টরা হাইড্রোজেনকে টেকসই জ্বালানির অন্যতম উৎস হিসেবে উপস্থাপনসহ সম্মেলনে হাইড্রোজেন অ্যাকশন ঘোষণাপত্র তৈরির ঘোষণা দিয়েছে।[২৬] বাংলাদেশ সরকারও বিগত বছরগুলোতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে সহায়ক আইন ও নীতি প্রণয়ন না করা, জমির স্বল্পতা, কৃষি জমি হ্রাসসহ এ খাত থেকে জ্বালানি উৎপাদন ব্যয়বহুল এ সকল অজুহাতে এ খাত থেকে জ্বালানি উৎপাদন নিরুৎসাহিত করেছে।

১১. **উন্নত দেশে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার অব্যাহত:** বৃহৎ কয়লা ও তেল উত্তোলনকারী দেশের পরিকল্পনা অনুসারে কয়লার উৎপাদন ২০৩০ সাল পর্যন্ত এবং গ্যাস ও তেলের উৎপাদন ২০৫০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।[২৭] প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতির সাথে বৈশ্বিক জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনের এই পরিকল্পনাটি বিপজ্জনকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৮] বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের যথাক্রমে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬২.৪ শতাংশ এবং ৬০.৫ শতাংশ অসছে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে।[২৯] কয়লার ব্যবহার কমানোর ঘোষণা দেওয়া দেশগুলোর অর্ধেকই কয়লার ব্যবহার বাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে চীন ৯ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে।[৩০]

১২. **বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর বিবিধ শর্তে শিথিলতা:** এনডিসি বাস্তবায়নে প্যারিস পরিকল্পনা (রুলবুক) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা গৃহীত হলেও রুলবুকের বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর (এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক) আওতায় প্রতিবেদন প্রস্তুতে কিছু শর্ত শিথিল রাখা হয়েছে। অর্থায়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে, তা মেনে চলাও বাধ্যতামূলক নয়। ফলে দেশগুলো অস্বচ্ছ তথ্যেও ভিত্তিতে গ্যাস নির্গমন, অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম এবং প্রদত্ত ও প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা সংবলিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। উন্নত দেশসহ অধিকাংশ দেশ তাদের প্রতিবেদনে তুলনাযোগ্য, সম্পূর্ণ এবং সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করেনি।[৩১]

আসন্ন কপ ২৯ সম্মেলনে টিআইবির প্রত্যাশা

এ প্রেক্ষিতে আসন্ন কপ ২৯ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিম্নোক্ত দাবিগুলো পেশ করছে–

বাংলাদেশ কর্তৃক কপ ২৯ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য

১. ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা সময়াবদ্ধভাবে সরবরাহে উন্নয়নশীল এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সাথে একত্রে কাজ করতে হবে।

২. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে উন্নত দেশগুলোকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারসহ নতুন অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুতে সমন্বিত দাবি উত্থাপন করতে হবে।

৩. ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরসহ নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত-গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্যারিস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে নতুন কোনো কয়লানির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে।

---

[২৫] মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3C79Y9A
[২৬] কপ২৯-এ যে আলোচ্যসূচি, বিস্তারিত দেখুন: COP29 Presidency Action Agenda Letter
[২৭] দি প্রডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://productiongap.org/
[২৮] ইউএন নিউজ, ২০২১। বিস্তারিত দেখুন: https://news.un.org/en/story/2021/10/1103472
[২৯] ইডিজিএআর, ২০২৪. বিস্তারিত: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024
[৩০] দ্যা স্ট্রাটিজিস্ট, ২০২২ বিস্তারিত দেখুন: https://www.aspistrategist.org.au/the-worlds-appetite-for-coal-was-increasing-even-before-the-ukraine-war/
[৩১] ইউএনএফসিসিসি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m4rvtr

৫. বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর (এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক) প্রতিশ্রুতি পূরণে শিথিলতা পরিহার, অভিযোজন, প্রশমন এবং অর্থায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৬. জিসিএফ তহবিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতসহ শুদ্ধাচার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অনুদানভিত্তিক অভিযোজনকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ সময়াবদ্ধ প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড় নিশ্চিত করতে হবে; ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজন এবং প্রশমন-বিষয়ক ৫০:৫০ অনুপাত মেনে অর্থায়ন করতে হবে।

৮. ক্ষয়-ক্ষতি তহবিলে উন্নত দেশগুলোকে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে; ঝুঁকি বিনিময়ে ঋণ ও বিমার পরিবর্তে অনুদানভিত্তিক অর্থ বরাদ্দসহ তহবিলটিতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদাভিত্তিক অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৯. উন্নত দেশ থেকে প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিল সংগ্রহে সরকারকে জোড়ালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিশ্রুত অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিতে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

১. কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদানে এবং জীবাশ্ম-জ্বালানি নির্ভরতা হ্রাসে ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) সংশোধন করতে হবে।

২. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০০৯ এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ সংশোধন করতে হবে; এতে তহবিল ব্যবহার বিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান সংযোজন করতে হবে।

৩. কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধে বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন একটি ঘোষণা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রদান করতে হবে।

৪. সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে এনডিসি হালনাগাদ করতে হবে; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এনডিসিতে খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৫. এনডিসির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনাধীন কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নাবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. জিসিএফসহ আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে।

৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. শহর ও নগরে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং বর্জ্য খাত থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ রোধে একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৯. বিসিসিটিএফে প্রত্যাশা পূরণে এই ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. পদ্মা ব্যাংকে বিসিসিটিএফে বিনিয়োগকৃত অর্থ উদ্ধারে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; ব্যাংকটিতে ট্রাস্ট ফান্ডের টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত-গ্রহণে জড়িতদের জাবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

১১. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ও নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" এর নীতি অনুসরণ করতে হবে।

১২. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা-সংক্রান্ত সকল প্রকল্পে সুশাসন, শুদ্ধাচার ও বিশেষ করে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh